১৪ | দৈনিক ইত্তেফাক
ঢাকা : বুধবার ১২ পৌষ ১৪১৪
Wednesday 26 December 2007

শিক্ষা

# শিক্ষার মান

ড. এম. আজিজুর রহমান

শিক্ষার মানের অধঃপতন হচ্ছে বলে প্রায়শই শোনা যায়। আসলে শিক্ষার মানের অবনতি হচ্ছে না উন্নতি হচ্ছে না স্থিতিশীল আছে এটি সবিস্তারে চিন্তা ভাবনার বিষয়। বস্তুত শিক্ষার মান বলতে কী বোঝায়, এর সংজ্ঞা কী, কী ধরনের মাপকাঠি দিয়ে শিক্ষার মান পরিমাপ করা যায় তা আমরা কেউই জানিনা, না জেনেও অনেক সমালোচনা করি। শিক্ষা সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করি যা এদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষিত সমাজকে বিভিন্নভাবে নিরুৎসাহিত করে। আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যে এটা অবশ্যই সুখকর নয়। শিক্ষার মান কাকে বলে তা না জানলেও শিক্ষার মানের সার্বিক ও গতপড়তা উন্নয়ন হচ্ছে বলে এ প্রবন্ধে তার চিত্র তুলে ধরা হলো।

আমরা যদি বিগত প্রজন্ম, বর্তমান প্রজন্ম ও ভবিষ্যতে পদার্পিত প্রজন্মের কথা ভাবি তাহলে স্পষ্টত আমরা দেখতে পাবি যে শিক্ষার মানের সার্বিক উন্নয়ন হচ্ছে। যেমন চাকুরিতে বর্তমান প্রজন্ম আগের তুলনায় অনেক বেশি দক্ষ ও উৎপাদনশীল। ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানায় নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ এবং ব্যবসায়ী উদ্যোক্তারা অনেক বেশি দক্ষ ও চৌকস। তারা মানসম্পন্ন পণ্য দ্রব্য উৎপাদন করে চলেছেন এবং বিশ্বে আমাদের দ্রব্য সামগ্রীর মান স্বীকৃতি পাচ্ছে। তারা রফতানি পণ্য সময় মত জাহাজে তুলে দিতে পারছে। বিদেশি আমদানিকারক ও ভোক্তাগণ আমাদের দেশের উৎপাদিত মানসম্পন্ন দ্রব্য সামগ্রী সময় মত পেয়ে পরিতৃপ্ত হচ্ছে।

বর্তমান শিক্ষার শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ গবেষণালব্ধ ও তত্ত্ব ভিত্তিক জ্ঞান ও শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে কিছুটা হলেও কারিগরি পদ্ধতিতে উৎপাদিত শিল্প সামগ্রীর উন্নয়ন করেছেন। এর সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় অনেক উন্নত মানের পদ্ধতির সংযোগ ঘটাতে পেরেছেন। বর্তমান ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা ব্যবসায় ও শিল্পখাতে এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের জটিল সমস্যা সমাধান দিতে সক্ষম হয়েছেন।

বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষার একটি নতুন সংযোজন। এসব বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গ্রাজুয়েট তৈরি করছে। বেসরকারি খাত সম্প্রসারণ ও এর সার্বিক উন্নয়নে এরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। আগের তুলনায় উচ্চ শিক্ষিত ছাত্ররা দেশি বিদেশি বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীতে, ব্যাংক, বীমা, ইনসুরেন্স কোম্পানী, টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিসে ভাল ভাল পদে চাকুরে পাচ্ছে। ফলে এসব সংস্থা দ্রুত গতিতে অধিক সফলতা অর্জন করছে। বর্তমান গ্রাজুয়েটরা দেশে ও বিদেশে এবং দেশের ভেতরে বিভিন্ন দেশি বিদেশি কোম্পানীতে দক্ষতার সাথে কাজ করে এই সব প্রতিষ্ঠানগুলিকে লাভজনক সংস্থায় পরিণত করতে পেরেছে। দেশের বর্তমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতি যেমন রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শিল্প ও ব্যবসায়ী খাতে উদ্যোক্তাতাদের বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব বিরাজ করছে। এসব কিছুরই যদি আমরা সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারি তাহলে আমরা অনেক বেশি সফলতা অর্জন করতে পারবো। বর্তমান শিক্ষা প্রযুক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার করে উন্নয়নে সফরতা অর্জন করতে পারবো। আমাদের জাতীয় আয়, উৎপাদন ও উন্নয়ন, বেকার সমস্যার দূরীকরণসহ জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে। আগেই বলা হয়েছে বর্তমান শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মানুষ আগের তুলনায় অনেক বেশি দক্ষ হতে পারছে। এর বিশেষ কিছু কারণও আছে। বর্তমান প্রজন্ম বুঝে ফেলেছে যে আমরা চাকরি ও ব্যবসায় যাই করি না কেন আমাদের নিম্নলিখিত তিনটি ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন প্রয়োজন। একটি পেশাগত জ্ঞান ও বিদ্যা বুদ্ধি অর্জন। দ্বিতীয়টি হলো ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন যাতে করে আধুনিক গবেষণালব্ধ প্রযুক্তিবিদ্যায় যথাযথভাবে অবহিত হওয়া যায়। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা হচ্ছে কম্পিউটার লিটারেসি সম্পর্কিত। এসব দক্ষতা অর্জনের ফলশ্রুতিতে বর্তমান প্রজন্ম আগের তুলনায় অনেক বেশি চৌকস ও চটপটে।

বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা আধুনিক জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও অনুকূল পরিবেশ পেয়ে নিজেকে অনেক ইতিবাচকভাবে উপস্থাপন করার সুযোগ পাচ্ছে। তারা সুন্দর সাজসজ্জা করে, সুন্দর করে এবং গুছিয়ে কথাবার্তা বলে, জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অকাট্য যুক্তি দিতে পারে। এ প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা কাজে-কর্মে ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে স্বাধীনভাবে নেতৃত্ব প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোগ নিতে পারদর্শী যা সফলতার জন্যে বিশেষভাবে সহায়ক।

শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্পর্কিত আলোচনায় উল্লেখ করা যায় যে এ দেশের কমবেশি তিরিশ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করে মাদরাসা শিক্ষায়। সমস্যা হলো আমরা তাদেরকে উৎপাদনমুখি কোন চাকুরি দিতে পারি না। দক্ষতা ও আর্থিক ক্ষমতার অভাবে তারা ব্যবসায়-বাণিজ্যে ভাল করতে পারছে না। দেশের মাদ্‌রাসা ও সাধারণ শিক্ষাকে এরূপ আলাদা ও সমান্তরালভাবে চলতে দেয়া যায় না। মাদরাসা শিক্ষা ক্ষেত্রে সংযোজিত কারিকুলাম ও সিলেবাসে আরও আধুনিকায়ন, উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি ও শিক্ষার্থীদের সঠিক শিক্ষা দানের যথাপোযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। সাধারণ শিক্ষায় ধর্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি, নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধের উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট আরও কিছু সিলেবাসের সংযোজন প্রয়োজন। তাহলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে দেশ ও সরকারের অনেক সুবিধা হবে।

মাদ্‌রাসা শিক্ষায় শুধু কারিকুলামের পুনর্বিন্যাস যথেষ্ট নয়। উল্লেখ্য এর যথাযথ প্রয়োগে আধুনিক শিক্ষার উন্নয়ন ও সুনিশ্চিত করতে হবে। তাই বেশি বেশি করে গণিত, ইংরেজি, কম্পিউটার সাইন্সের বাস্তবমুখি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের বিশেষভাবে পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। তাহলে মাদরাসার শিক্ষার্থীরা/ গ্রাজুয়েটরা সাধারণ গ্রাজুয়েটদের মত বিসিএস পরীক্ষায় ও মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীসহ ভাল ভাল চাকুরির সব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ও সফলতা অর্জন করতে পারবে।

আধুনিক, বাস্তব ও কর্মমুখি এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান করে আমাদের যুব সমাজকে একটি বিশাল দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এভাবেই বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব। সাধারণ ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা পদ্ধতিকে সমান্তরাল ও আলাদাভাবে চলতে না দিয়ে উভয়ক্ষেত্রে সমানভাবে গুরুত্ব আরোপ ও আধুনিকিকরণ করতে হবে।

লেখক : ভাইস-চ্যান্সেলর
উত্তরা ইউনিভার্সিটি।